গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
www.bishwambarpur.sunamganj.gov.bd

কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : সমীর বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
স্থান : উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
তারিখ ও সময় : ১৮/০৪/২০২০ খ্রি : বিকাল ৩. ০০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি জানান যে, সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা ২০১৭ এর আলোকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ উপজেলায় ২৬ টি পিআইসির মাধ্যমে ফতেপুর, বাদাঘাট (দ:), ধনপুর এবং সলুকাবাদ ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুন:খননের কাজ সষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ফসল কাটা চলছে এবং ফসল রক্ষার স্বার্থে বাঁধগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

০১। **নির্বাহী প্রকৌশলীর** কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ এর ১৪/০৪/২০২০ খ্রি: তারিখের এফ-২/৯৯৪ নং অফিস স্মারক এর বরাত দিয়ে সভাপতি জানান যে, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, পাউবো হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে বাংলাদেশ এবং ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ১৭-২০ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ভারতের মেঘালয় ও বরাক অববাহিকায় ১৫০-২৫০ মিমি এবং ত্রিপুরা অববাহিকায় ১০০-১২০ মিমি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। এর ফলে সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার প্রধান নদীসমূহের পানি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে বন্য পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। এর ফলে কোন কোন নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করলে ঝুকিপূর্ণ বাঁধসমূহ অতিক্রম করে বোর ফসলের ক্ষতি করতে পারে।

০২। তিনি আরো জানান যে, উল্লিখিত অফিস স্মারকে হাওরের ডুবন্ত বাঁধের ঝুকিপূর্ণ স্থানে বাঁধের উপরিভাগসহ উভয় দিক বালি ভর্তি (৭৫ কেজি ধারণ ক্ষমতার সিনথেটিক) বস্তা দ্বারা ঢেকে দেয়ার এবং সুরমা নদীর উভয় পাশে অবস্থিত ভাঙ্গন প্রবণ ঝুকিপূর্ণ বাঁধের স্থানে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৭৫ কেজি ধারণ ক্ষমতার জিও বস্তা ব্যবহারের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাপাউবো এর মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন মর্মে উল্লিখিত অফিস স্মারকে বলা হয়েছে। তাছাড়া বন্যাকালীন সময়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক বাঁধ কেটে দেয়া রোধকল্পে ঝুকিপূর্ণ ক্লোজার পয়েন্ট, ভাঙ্গন প্রবণ স্থানসমূহ এবং বন্যাকালীন যে সব স্থান কেটে দেয়ার আশংকা রয়েছে সে সকল স্থানের মনিটরিং ব্যবস্থা জোড়দার করার জন্য হাওর ভিত্তিক নিম্নরূপ মনিটরিং কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,	আহ্বায়ক।
২। বাপাউবো এর মাঠ পর্যায়ের শাখা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব।
৩। হাওরের পিআইসি সমূহের সভাপতি	সদস্য।
৩। হাওরের পিআইসি সমূহের সদস্য সচিব	সদস্য।

০৩। প্রেসক্লাব সভাপতি স্বপন কুমার বর্মন বলেন যে, বর্তমানে দুর্যোগ এবং আকস্মিক বন্যার আসংকা রয়েছে এবং প্রত্যেক পিআইসি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাঁধের নিরাপত্তা রক্ষায় সার্বক্ষনিক পাহাড়াদার নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন এবং হাওর রক্ষা বাঁধ এলাকায় নদীতে ইঞ্জিন চালিত নৌকা বন্ধের জোড় দাবি জানান। উপজেলা কমিটির সদস্য মুখলেছুর রহমান বলেন যে, প্রতিদিন নিজ নিজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁধে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া গেলে তা তাৎক্ষনিক মেরামত করার প্রস্তাব করেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বলেন যে, প্রত্যেক পিআইসি যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য বাঁশ, বস্তা, বালিসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগার রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত শ্রমিক নিয়োগ করে নিয়মিত ভাবে ফসল উঠার আগ পর্যন্ত বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সভায় প্রস্তাবনা রাখেন।

সিদ্ধান্ত :
১। কোউ যাতে বাঁধ কাটতে না পারে অথবা বাঁধের কোন ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য প্রত্যেক পিআইসিকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাঁধের নিরাপত্তা রক্ষায় সার্বক্ষনিক পাহাড়াদার নিয়োগ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২। করচার হাওর রক্ষা বাঁধ এলাকায় ঘাঘটিয়ার মুখ হতে বিশ্বম্ভরপুর বাজার পর্যন্ত নদীতে ইঞ্জিন চালিত নৌকা বন্ধের জন্য অফিসার ইনচার্জসহ সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়।

৩। প্রত্যেক পিআইসি প্রতিদিন নিজ নিজ বাঁধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন। কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া গেলে তা তাৎক্ষনিক মেরামত করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪। প্রত্যেক পিআইসিকে যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য বাঁশ, বস্তা, বালিসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগার রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত শ্রমিক নিয়োগ করে নিয়মিত ভাবে ফসল উঠার আগ পর্যন্ত বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৫। সার্বিকভাবে বাধসমূহ নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ, ঝুকিপূর্ণ স্থানে সংশ্লিষ্ট পিআইসি সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, বাঁধের নিরাপত্তা জোড়দারকরণ সহ কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক ভাবে স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাঁধের যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/০৪/২০২০

(সমীর বিশ্বাস)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
ও সভাপতি
হাওর এলাকায় বাপাউবো এর ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল
পুন:খননের জন্য কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি।

স্মারক নং : ০৫.৪৬.৯০১৮.০০০.১৯.০০১.১৭-২৫৬ (৫০)

তারিখ : ১৮/০৪/২০২০ খ্রি :।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ২২৭, সুনামগঞ্জ-৪ (উপদেষ্টা, কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ)।
০২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
০৩। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
০৪। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, কাবিটা স্কীম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং জেলা কমিটি, সুনামগঞ্জ।
০৫। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট।
০৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট।
০৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ (উপদেষ্টা, কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ)।
০৮। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
০৯। অফিসার ইনচার্জ, বিশ্বম্ভরপুর থানা, সুনামগঞ্জ।
১০। শাখা কর্মকর্তা, বাপাউবো, বিশ্বম্ভরপুর ও সদস্য সচিব, কাবিটা স্কীম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
১১। চেয়ারম্যান, সলুকাবাদ/পলাশ/ধনপুর/বাদাঘাট (দ:)/ফতেপুর, ইউপি, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
১২। সভাপতি/সম্পাদক, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
১৩। সভাপতি/সম্পাদক, উপজেলা প্রেস ক্লাব, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
১৪। জনাব ..... বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

২৪-৪/২০২০

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
unobishwambarpur@gmail.com